সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

9		2			1			5
5			9		6	3		
	3			2	7	1		4
	8			7	9	2	4	
1	4						6	9
	2	9	1	4			7	
4		3	8	1			5	
		1	7		5			8
7			3			9		2

গতকালের সমাধান

1	2	9	6	4	8	7	3	5
3	6	8	7	5	2	1	9	4
4	7	5	1	9	3	6	2	8
8	4	3	9	1	5	2	6	7
5	9	7	3	2	6	8	4	1
2	1	6	8	7	4	9	5	3
7	3	1	5	6	9	4	8	2
9	5	2	4	8	7	3	1	6
6	8	4	2	3	1	5	7	9

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২৮ ডিগ্রি ও ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।
তাপমাত্রা: মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি ও ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আপেক্ষিক আর্দ্রতা: সর্বাধিক ৯৮ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।৩২, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।১৩ **জোয়ার:** সকাল ১১.১৪।
ভাটা: দুপুর ৩.৪২।

— সমাধানের নিয়ম —
এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

ভাগ্যলিপি

বৃহস্পতিবার, ১৩ অক্টোবর ২০১৮

জন্মদিনের ভাগ্যলিপি

আজ আপনার জন্ম দিন হলে জাতকের ওপর চন্দ্রের ছায়া প্রদর্শিত হবে। চন্দ্র ও মঙ্গল একই অক্ষররেখার ওপরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটি একটি চমৎকার বছর নিশ্চিত করবে। এরফলে উচ্চতর ব্যবস্থাপকরা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। আপনি যদি বিবাহিতা না হন তবে, এই বছরের আপনার বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এই বছরে বড় ধরনের আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন। জমি ব্যবসা এবং সোনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। এই জন্য এই বছরটিকে একটি অর্থ উপার্জনকারী বছর হিসাবে আপনি ধরতে পারেন।

সৌভাগ্যের তারিখ : ৪,১৩,২২,৩১
সৌভাগ্যের দিন : সোমবার, মঙ্গল, বৃহস্পতিবার
সৌভাগ্যের রং : সাদা, কালো, মেরুন

মেষ স্লট বিবেচনা করে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করুন। তবে আপনার জীবনে রোমান্টিক হওয়ার কোনওরকম সম্ভাবনা নেই। প্রেমের সমস্যা থাকবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমস্যা হতে পারে।

বৃষ নিজেকে সুস্থ রাখাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আপনার কাছে। শারীরিকভাবে আপনাকে সুস্থ থাকতে হবে।

মিথুন দিনের শুরুতে বিবাহকারীদের ব্যক্তিদের যোগাযোগ শুভ হবে। মানসিকভাবে আপনাকে শুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তুত থাকতে হবে।

কর্কট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আজ আপনার সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে। আপনার ঘনিষ্ঠ সঙ্গিরা আপনার জন্য কাজ করবেন।

সিংহ আপনি যা মনে করেন সেই উদ্দেশ্য জন্য এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন। ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা করুন।

কন্যা আপনার আবেগ বাধা সৃষ্টি করবে। প্রতিশ্রুতি কাউকে দেবেন না। অতিরিক্ত চাপ আপনার ওপরে পড়বে। সেই জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন।

তুলা বিরক্তি বোধ করবেন না। কৌশলে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন। আপনার বাড়িতে বিচ্ছিন্ন পরিবেশ তৈরি হতে পারে আজ।

বৃশ্চিক মাঝে মাঝে নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারেন। এর জন্য বিভ্রান্তিকর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

ধনু ভিড়ের সাঙ্গে মানিয়ে নিতে ক্ষতি পূরণ দিতে পারে। আপনার আশেপাশে থাকা সঙ্গিদের সময়ে ভালো যাবে আপনার জন্য।

মকর আজ আপনি আদর্শগত বন্ধুত্ব অনুভব করবেন। যদি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেন তাহলে সাফল্য পাবেন।

কুম্ভ মানুষকে ঘৃণা করবেন না। প্রত্যেকেই ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মীন মানুষ আজ আপনার ওপরে বিশ্বাস রাখবে। গভীর ভালোবাসার ওপরে নিজেকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

Disclaimer: Lottery Varta or any of its news staffs/circulation agents/advertisement agents assume no responsibility for the authenticity or reliability of any advertisement published in this newspaper. The advertisements carried in the newspaper are accepted on good faith.

অটো চালানোকে ঘিরে উত্তেজনা দেগঙ্গায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেগঙ্গা: এক রুটে দু'টি অটো ইউনিয়নের অটো চালানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দেগঙ্গায়। দুই ইউনিয়নের চালকদের রেষারেষির ফলে শুক্রবার হাড়োয়া স্টেশন থেকে চৌরাশি এবং চাকলা মন্দির পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। দুই পক্ষই একে অপরের রুটের মাঝপথে অটো চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে পুজোর মুখে এই দুই রুটের অটো যাত্রীরা হয়রানির শিকার হয়েছেন। মাঝপথে অটো থেকে নেমে তাদের বিকল্পভাবে বেশি অর্থ খরচ করে গন্তব্যস্থলে যেতে হয়েছে। দুই ইউনিয়নের অটো চালকদের এই রেষারেষির ফলে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় দেগঙ্গা থানার পুলিশবাহিনীকে। পুলিশ দুই পক্ষকেই আলোচনার মাধ্যমে রফা সূত্র বের করার পরামর্শ দিলেও জট কাটেনি।

হাড়োয়া স্টেশন থেকে চৌরাশি এবং চাকলা মন্দির পর্যন্ত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অটো রুট আছে। রুট ভিন্ন হলেও দু'টি রুটই পরিচালনা করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাড়োয়া স্টেশন থেকে চৌরাশি রুটের অটো চালকরা তাদের নির্দিষ্ট রুট ছাড়াও একাধিক রুটে অটো চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে হাড়োয়া স্টেশন থেকে চাকলা মন্দির পর্যন্ত রুটের চালকেরা সম্প্রতি হাড়োয়া স্টেশন থেকে জীবনপুর মাটি কুমড়া হয়ে সুন্দেপুকুর পর্যন্ত অটো চালাচ্ছেন। এদের দেখাদেখি চৌরাশি রুটের চালকরাও একই রুটে অটো চালাচ্ছেন। এর ফলে এদিন দুই পক্ষের মধ্যেই শুরু হয় রেষারেষি। এর জেরেই দুই রুটের চালকরাই একে অপরের রুটের মাঝপথে বন্ধ করে দেন অটো চলাচল। তাদের রেষারেষির কারণেই মাঝপথে যাত্রীদের নেমে যেতে হয়েছে অটো থেকে। বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ করে যাত্রীদের যেতে হয়েছে গন্তব্যস্থলে। যাত্রীদের অভিযোগ এর ফলে বেশি অর্থ খরচ হয়েছে তাই নয়, নাজেহাল হতেও হয়েছে তাদের।

চাকলা মন্দির রুটের সিলাম তরফদার, নঈম আলি মণ্ডলদের অভিযোগ, আমরা কেবল একটা রুটেই অটো চালাচ্ছিলাম। ওরা সেই রুটও দখল নিতে চাইছে। এদিন চৌরাশি রুট ইউনিয়নের চালকরাই প্রথম আমাদের অটো বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলেই গন্ডগোলের সূত্রপাত ঘটেছে। অপরদিকে হাড়োয়া স্টেশন থেকে চৌরাশি রুট ইউনিয়নের সম্পাদক সাবিরউদ্দিন গোলদার বলেন, আমাদের ইউনিয়নের কাছে আবেদন আসে জীবনপুর মাটি কুমড়া রুটে অটো চালানোর জন্য। সেই মতো আমরা উত্তর বরুনি পর্যন্ত চালাচ্ছিলাম। কিন্তু ওরা সুন্দেপুকুর পর্যন্ত চালাচ্ছিল। এই নিয়েই গন্ডগোল বাধে। পুলিশের নির্দেশে আমরা ইউনিয়ন থেকে গত তিন দিন অটো চালানো বন্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু ওরা চালিয়ে যাচ্ছিল। এদিন ফের আমরা চালাতে গেলে ওরাই প্রথমে আমাদের ইউনিয়নের অটো জোর করে আটকে রাখে।

দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে জে কে মশলার পক্ষ থেকে এবার হলুদ দিয়ে তৈরি প্যান্ডেলের উদ্বোধন করা হল। সত্তোষপুর লেকগল্লিতে এই মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। এই মণ্ডপে শিশুদের সঙ্গে হাজির ছিলেন বৈজয় জৈন এবং অশোক জৈন।

আরবানা (চেজ ইয়র ওয়ার্ল্ড)। স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করল আরবানা। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিনেতা চিত্র নির্মাতা অরিন্দম শীল, চিত্র নির্মাতা রাজ চক্রবর্তী, সিনিয়র ভিপি আরবানা, দেবযানী মুখার্জি, আইপিএস সুধীর কুমার নীলকান্তম সহ অন্যান্যরা।

বিড়ম্বণ্ডি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ও পর বর্তায়না।

- সম্পাদক

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩১,৫৫৩
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৯,৯২০
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	৩০,৩৭০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৩৯,৫০০
খুচরা রুপো (প্রতি কেজি):	৩৯,৬০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

শব্দলিপি- ১৩৩৮

মীরা সরকার

পাশাপাশি ঃ ১। কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ৫। দুর্বাক্য ৬। মহাত্মা, গোত্বেলের উপাধি ৭। অশ্বারোহী সৈন্য ৯। ইসলামি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০। দ্রুতগতিসম্পন্ন ১২। প্রত্যুষ ১৩। তদপেক্ষা বৃহৎ

উপরনীচ ঃ ১। দেবরাজ ইন্দ্র ২। অপরিমিত ৩। দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্থান ৪। অন্য যোগ্যতা না থাকলেও শুধুমে ওস্তাদ ৬। প্রিয়তম বস্তু হারানোর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি ৮। সতর্কতা ৯। মত্ততা ১১। বাঁদর

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১৩৩৭

পাশাপাশি ঃ ১। মনীশ ঘটক ৪। পয়ার ৫। ভবলীলা ৭। চালাকি ৮। শীলিত ১০। কটিতট ১২। দত্তর ১৩। পরানশিন

উপরনীচ ঃ ১। মরদকি বাত ২। শরত ৩। করলা ৪। পরচা ৬। ব্যাবীবন ৯। তহরি ১০। কলাপ ১১। উদ্ভন

শব্দলিপি নির্মাতাদের প্রতি ঃ একটি বিশেষ ছক ও পাঁচটি সাধারণ ছক আছে। যাঁরা শব্দলিপি পাঠাতে চান, তাঁরা একপাতায় সমাধানসহ ছক ও অন্য পাতায় সূত্র এবং সূত্রের সমাধান লিখে পাঠাবেন। মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে।

- বিভাংশু দত্ত, সম্পাদক, 'শব্দলিপি' বিভাগ।

উলুবেড়িয়ার নবচেতনার ৫৪ তম বছরের দুর্গোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার ঝামটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতলতায় ঝামটিয়া নবচেতনার আয়োজিত ৩৯৫ সদস্যের ৫৪ তম দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। সম্পূর্ণ মাটির সাজে সজ্জিত সর্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১৪—১৯ অক্টোবর। ১৫—১৮ অক্টোবর নানান রকমের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ঝামটিয়া নবচেতনার সভাপতি শ্যামল দলুই। এখানে ধর্ম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন আমতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকান্ত পাল। উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন অতিথি। মহাষষ্ঠী থেকে নবমীতে থাকছে ১০৫ জনকে নানা ধরনের বস্ত্র সহযোগিতা।

বারকোড লঞ্চ করল হাঙ্গামা-একটি নতুন অরিজিন্যাল ড্রামা, শুধুমাত্র হাঙ্গামা প্লে'তে।

হারিয়ে যাচ্ছে শিউলিতলা

স্টাফ রিপোর্টার: শরৎ এসেছে, জানান দিচ্ছে ভোরের হিমেল পরশ। সকালের সোনালি রোদ মনে করিয়ে দিচ্ছে এসে গেছে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে থেকে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে শিউলিতলা। শারদোৎসবের যা অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। সবুজ ঘাসের বুকে শিউলির সাদা ও গেরুয়া রঙের আলপনা যে জাতীয়তা বোধকেই উদ্দীপ্ত করে তুলত এক সময়। ভোরবেলার শিউলিতলার আর দেখা মেলে না পরিচিত সেই দৃশ্য। এখন ভোরের বেলায় আর পল্লীবালারা কুসুম কুড়োয় না শিউলিতলায়। কিছু কিছু গ্রামে অবশ্য এখনও শিউলি ফোটে। আবার নীরবে ঝরেও যায়। তবে বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলেই এখন টুপটাপ শব্দে শিউলিরা আর আলপনা আঁকে না শারদ-প্রভাতে কিন্তু কেন আজ শিউলি মুখভার? পরিবেশবিদদের মতে, চাষের জমিতে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষতিকর কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটি, জল ও বায়ু ভয়ঙ্করভাবে দূষিত হচ্ছে। দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে মৌমাছি, প্রজাপতি ও ভ্রমর-সহ অসংখ্য কীটপতঙ্গ। সেই কারণে ফুলের পরাগ মিলনও ঘটছে না। শুধু শিউলিই নয়, অন্যান্য ফুল ও ফলেও তাই মন্দা দেখা দিয়েছে। পরিবেশবিদ অধ্যাপক হক-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'ভারতে বর্তমানে ১৪৫ ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বছরের প্রায় ৮৫ হাজার টন ব্যবহৃত কীটনাশকের অধিকাংশই পতঙ্গনাশক। তাই ব্যাপক মাত্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পতঙ্গকুল। আক্রামুলবাবু বলেন, 'কয়েক বছর আগে ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া মহাদেশের ৮০টি দেশে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে। কিন্তু ভারত ও চীনে এই কীটনাশক এখনও যথেল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। নগরায়নের কারণেও ব্যাপক মাত্রায় অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। তিনি জানান, শুধু শারদ আবেগ নয়, শিউলি পাতা ও ফুল ঔষধই ভেষজ চিকিৎসায় মহার্ঘ। তাই প্রকৃতিগতভাবে শিউলি গাছ সংরক্ষণ খুবই প্রয়োজন।

পুজোয় মাতল বহরমপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর: বিশ্ব শান্তির বার্তা দিয়ে উদ্বোধন হল বহরমপুরের পুরাতন কান্দি বাসস্ট্যান্ডে পুজো। তবে এবার পুজো হচ্ছে স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের মাঠে। হানাহানির ঘটনা থেকে দেশবাসীকে রেহাই দেওয়াই এবারের পুজোর মূল লক্ষ্য। এখানে উমা দশভুজা হলেও তাঁর হাতে থাকছে না অস্ত্র।

হিমাচলপ্রদেশের কাঙরা মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। তার সামনে খোঁড়া হয়েছে পুকুর। সেখানে ভেসে বেড়াবে ৫০টি রাজহাঁস। থাকবে ফোয়ারা। পুজো কমিটির সম্পাদক তথা টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি ভীমদেব কর্মকার বলেন, ''দেশজুড়ে রক্তপাত ও হানাহানি। আমরা চাই শান্তি। সাধারণ মানুষের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ।''

কান্দি বাসস্ট্যান্ডে এই পুজো শুরু কয়েক বছর আগে। ডোমকল পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমিক হোসেন এই পুজো শুরু করেন। উদ্বোধনে আনা হয়েছে রাজ-শুভশ্রী জুটিকে। তাদের হাত দিয়েই উদ্বোধন হয় পুজোর।

পুজোর জায়গা বেশ কিছুদিন ধরে পুজো কমিটি ও স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল টানাপোড়েন। অবশেষে কান্দি বাসস্ট্যান্ড থেকে পুজো মণ্ডপ সরিয়ে আনা হয় স্কুলের মাঠে। কাপড়ের উপর থার্মোকলের কাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে হিমাচলের কাঙরা কান্দির। সোনালি রঙের প্রতিমার হাতে থাকছে না কোনও অস্ত্র। ভীষ্মদের বলেন, ''অসুর নিধনের পর দুর্গার শান্তির রূপ, সেই রূপই তুলে ধরা হয়েছে। বার্তা দেওয়া হচ্ছে বিশ্ব শান্তির।'' তবে উদ্বোধনের দিনই বাধ সেধেছে তিতলি। কিন্তু পুজো ভালোয় ভালোয় কাটবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

আমতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দুর্গোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: হাওড়া জেলার জয়পুর থানার খলনা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দুর্গোৎসব ঘিরে উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। অপরদিকে সেবাশ্রম সূত্রে জানা যায় যে, ২৬ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে যাবতীয় ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কাজ চলছে পুরোদমে। সেবাশ্রমে যে কোনও ব্যক্তি বা মহিলা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শামিল হয়ে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সকল সদস্যদের নিয়ে বাৎসরিক চারটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গোৎসব, ঠাকুরের জন্মোৎসব, মায়ের জন্মোৎসব, স্বামীজির জন্মোৎসব পালন করা হয়। ঠাকুর বা স্বামীজির আদর্শে বিশ্বাসী আনুগত্য প্রকাশ। সকল ভক্ত ও সদস্যদের একতা, সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সন্দেহ ভেদাভেদ,অস্পৃশ্যতা দূর করে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। সেবাশ্রম আগামী দিনে পরিকল্পনা নিয়েছে বার্ধক্য আশ্রম, আবাসিক বিদ্যালয়, কম্পিউটার সেন্টার, চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র নির্মাণের। সেবাশ্রম এই কার্যক্রম সচল রাখতে সকলের সহযোগিতা, সাহায্য কামনা করে। ৩০ শতক বাস্তু জমিতে মনোরঞ্জনকর পরিবেশ বাঙ্কব সেবাশ্রম। প্রয়াত নবকুমার রায়ের স্ত্রী কল্যাণী রায় ও পুত্র কার্তিক, অনাদি, অসিত রায়, কন্যা দুর্গা মাজীরা জমিদান করেন বলে জানা যায়। সুবল চন্দ্র দে, অমল রায়, গোরাচাঁদ দের পরিচালনায় সেবাশ্রম এর কার্যক্রম সচল। এখানকার দুর্গোৎসব ঘিরে উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। চিরাচরিত নিয়ম মেনে সেবাশ্রম এর পুজোর কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা যায়। পুজোর দিনগুলিতে ধর্মচর্চা ও সেবা, ভোগ সিন্নি বিতরণ করা হবে।

পুজোয় কন্ট্রোলরুম প্রশাসনের, বিপদে পড়লে মিলবে সাহায্য

স্টাফ রিপোর্টার: পুজোর মরশুমকে কেন্দ্র করে একটি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। পুজোয় এবার প্রবল ঘনীভূত নিম্নচাপ উদ্বেকের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ঘূর্নিঝড় তিতলি নিয়ে সতর্কতা জারি হয়েছে। কোনওভাবেই আনন্দ নিরানন্দের আকার না নিতে পারে, সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চমী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত চালু করা হয়েছে কন্ট্রোলরুম, চলবে উৎসবের দিনগুলিতে নজরদারি, কন্ট্রোলরুম থেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করবেন উচ্চপদস্থ আমলা ও কর্মীরা। হেল্পলাইনও রয়েছে। টোল ফ্রি নম্বর ১০৭০ ফোন করলেই মিলবে সাহায্য।

নাম/পদবী পরিবর্তন

আমি, অনুরাগ সিং, পিতা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং, বাসস্থান ৩৯/১, সি এন রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৩৬ থানা তিলজলা, ঘোষণা করছি যে ০১/১০/২০১৮ তারিখে মেচ্ছে।পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের এফিডেবিট বলে আমার নাম পরিবর্তন করেছি। এখন থেকে অনুরাগ মোহন সিং এবং অনুরাগ সিং একই ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

RECTIFICATION OF NAME

I, Sangita Agarwal W/o Sri Daya Shankar Agarwal residing at Flat No.: C3E, Sneha Garden, 28, Rai Bahadur Road, Kolkata 700053, West Bengal do hereby solemnly affirm and declare that my first name was wrongly mentioned as 'SANGEETA' instead of 'SANGITA' in the certificate of birth of my daughter Khushbu Agarwal issued by Raniganj Municipality bearing number E-91/174536 dated 10.04.99 and that 'Sangita Agarwal' and 'Sangeeta Agarwal' are same and one identical person which has been recorded in my documents via affidavit of Metropolitan Magistrate Court, Calcutta Dt. 12.10.2018.